অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
www.rthd.gov.bd

মাসের নাম : জানুয়ারি ২০২০

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা				পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০/ (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিত ভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
-	১৮ টি	-	-	-	১৮ টি	০৯ টি	**০১. (ID-9681)** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্প অফিসগুলোতে ই-নথি চালুকরণ প্রসঙ্গে।বর্তমান সময়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-নথি চালুকরণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজকর্ম অত্যন্ত সহজ, সাবলীল এবং দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা যায়। নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে ই-নথির ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি সাফল্যমন্ডিত পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে সহজে পত্র ও নথি আদান-প্রদান করা যায় এবং এদের অবস্থান জানা যায়। একইসাথে ক্লাউড সার্ভারে দীর্ঘদিন তথ্যাদি ও পত্রাদি সংরক্ষণের সুবিধাও বিদ্যমান। যে কোন প্রয়োজনে যে কোন জায়গা থেকে এটি ব্যবহারযোগ্য। বর্তমানে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে এর ব্যবহারও প্রণিধানযোগ্য। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্প অফিসগুলোতেও অতি দ্রুত ই-নথি চালুকরণ খুবই জরুরি। ই-নথির মাধ্যমে প্রকল্প অফিসগুলো সহজেই দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবে। প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের ফিল্ড ভিজিট বেশি থাকায় দাপ্তরিক কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধীরতা পরিলক্ষিত হয়। ই-নথি সুবিধা থাকলে যে কোন স্থান থেকেই দাপ্তরিক প্রক্রিয়া-অনুযায়ী কাজ অল্প সময়ে দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে। এছাড়া সওজ প্রধান কার্যালয়ে ই-নথি চালু করায় প্রকল্প অফিসগুলো থেকে দৈনন্দিন পত্র আদান-প্রদানে সময়ক্ষেপণ বেশি হচ্ছে। উপরন্তু প্রধান কার্যালয়সহ সরকারী অন্য দপ্তরগুলোতে ই-নথি এবং প্রকল্প অফিসগুলোতে কাগুজে পত্র প্রেরণ-এই দুই ধরনের প্রক্রিয়া চালু থাকায় বেশ জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা	-	-	১০০%

							পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্প অফিসগুলোতে ই-নথি প্রক্রিয়া দ্রুত চালুকরণে কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে কিনা? এবং কবে নাগাদ সওজ প্রকল্প অফিসগুলোতে ই-নথি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড বিতরণ করা হবে? **জবাবঃ** ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-নথির ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি সাফল্যমন্ডিত পদক্ষেপ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় উপজেলা হতে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি অফিসে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের হেড অফিসে ই-নথি কার্যক্রম চালু হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে । ইতিমধ্যে ঢাকা জোন, ময়মনসিংহ জোন এর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সিলেট জোন এর প্রশিক্ষণ আগামী ১৬ জানুয়ারি ২০২০ । ১৪ জানুযারি সকল প্রকল্পে ই-নথির ডিজিটাল নথি নম্বরের উপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রক্রিয়াটি চলমান এবং পর্যায়ক্রমে সকল প্রকল্প, সকল জোন ই-নথির আওতায় আনা হবে। **০২. (ID-9682)** ঢাকা সিলেট মহাসড়কের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুতে ফাস্ট ট্র্যাক সংযোজন করা হলেও তা চালু না ম্যানুয়ালি পরিচালনা করা হচ্ছে,এ বিষয়ে ঐ ব্রীজের টোল আদায়কারীদের নিকট প্রতিকার চাইলেও তাঁরা কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। অবিলম্বে ফাস্ট ট্র্যাক চালু করার পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। **জবাবঃ** ২০ নভেম্বর, ২০১৯ হতে ফাস্ট ট্র্যাক চালু আছে। প্রতিদিন ফাস্ট ট্র্যাক দিয়ে যানবাহান পারাপার হচ্ছে । ফাস্ট ট্র্যাক ব্যাবহার করার জন্য প্রতিটি গাড়ি একটি প্রিপেইড একাউন্টের মাধ্যমে টোল সফটওয়্যারে রেজিষ্ট্রেশন করাতে হবে। যাতে করে সংশ্লিষ্ট একাউন্টে টাকা থাকলে টোল্লালাজা অতিক্রমের সময় গাড়ির আরএফআইডি ট্যাগ পড়ে নির্ধারিত টাকা কেটে নিতে পারে। এজন্য ডাচ বাংলা ব্যাংকের রকেট সার্ভিসের সাথে যুক্ত হতে হবে। গাড়ীর সত্বাধিকারীর এনআইডি এর কপি, গাড়ির রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার এবং গাড়ির চেসিস নাম্বার নিয়ে ডাচ বাংলা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলে ব্যাংক ই ব্যাবস্থা করে দিবে। ডাচ বাংলা ব্যাংকের কর্মকর্তার নাম্বারঃ মিঃ সাজ্জাদ- ০১৯১৬১০০৯৩৮। **০৩. (ID-9685)** চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত ফরিদগঞ্জ-রুপসা সড়কের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই সড়কে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে। খাজুরিয়া বা রুপসা হতে চাঁদপুর যাওয়ার জন্য এটি একমাত্র সড়ক। একজন মুমুর্ষ রোগীকে এই পথে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া মানে তার মৃত্যু টেনে আনা। অতি শীঘ্রই কোনো ব্যবস্থা না			

							নেয়া হলে, দিন দিন দুর্ঘটনার হার বাড়বে। ----ফরিগঞ্জবাসীর পক্ষে **জবাবঃ** চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত ফরিদপুর-রুপসা সড়কটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। আপনার অভিযোগের জন্য ধন্যবাদ। **০৪. (ID-9686)** বাংলাদেশ সরকারের মোটরসাইকেলের সিসি লিমিট বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কি না? জানালে খুব উপকার হইত। **জবাবঃ** আপনার অভিযোগের জন্য ধন্যবাদ। আপাতত মোটরসাইকেলের সিসি লিমিট বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। **০৫. (ID-9688)** সিটি কর্পোরেশনকে বিমানবন্দর সড়কে এলইডি লাইটের কথা বলে আসছি অনেক আগে থেক। বিমানবন্দর সড়ক আর তার প্রধান সড়কের আশে পাশে পর্যাপ্ত এলইডি লাইট গুলো দিলে অপরাধ অনেক কমে যেত। সিটি কর্পোরশেনকে অভিযোগ দিলে তারা বলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে বলেন। সিটি কর্পোরেশন আছে শুধু গুলশান বনানি বাড়িধারা নিয়ে। আর আমি বুঝিনা শহরের মাঝের একটা ভিআইপি সড়ক এখন পর্যন্ত কেন সিটি কর্পোরেশন নিচ্ছেনা কেন। যার কারনে সমন্যয়ের অভাব হয়ে পড়ে। কাজে আসে ধির গতি। সিটি কর্পোরেশনের কিছু সেবার অভাব হচ্ছে এই এলকার মানুষদের। এই সমস্ত এলাকার মানুষ অভিভাবহিন হয়ে পড়ছে। অনুরোধ থাকবে আপনি অবশ্যই এই বেপারটী নিয়ে খুব দ্রুত কাজ করবেন। **জবাবঃ** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিমানবন্দর হতে খিলক্ষেত হয়ে বনানী ফ্লাইওভার পর্যন্ত মহাসড়কটিতে রোড মিডিয়ানের উপর এলইডি লাইট দ্বারা আলোকিত করা হয়েছে। এছাড়া সড়কের উভয়পার্শ্বে ফুটপাত বরাবর পথচারীদের চলাচলের সুবিধার্থে গার্ডেন লাইট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু খিলক্ষেত হতে লা মেরিডিয়ান হোটেল পর্যন্ত বিদ্যমান সার্ভিস লেনে ওয়াসা কর্তৃক স্যুয়ারেজ লাইন বসানোর সময়ে অনেক তার কাটা গিয়েছে যার ফলে উক্ত অংশে গার্ডেন লাইটগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে উক্ত স্থানে নতুন তার বসানোর কাজ চলছে। অতি শীঘ্রই গার্ডেন লাইট সমুহ সচল হয়ে উঠবে। তাছাড়া বিদ্যমান কিছু কিছু এলইডি লাইট এর ক্ষমতা কমে গিয়েছে যা প্রতিস্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে উক্ত এলইডি লাইট গুলি প্রতিস্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মুল সড়ক সহ আশেপাশের সওজ এর আওতাধীন সকল সড়ক আলোকিত হবে।			

							০৬. (ID-9698) ঢাকা উত্তর সিটির ১৭ নাম্বার ওয়ার্ডের খিলক্ষেতের বাসিন্দা আমরা। প্রধান সড়ক থেকে খিলক্ষেতে ঢোকার একটাই রাস্তা। তাও ১৫/২০ ফিট এর বেশি না। এমতাবস্থায় লক্ষাধিক লোক এখান দিয়ে ঢুকতে আর বের হতে কিযে কষ্ট হয় তা যে এই রাস্তা ব্যাবহার করে সেই বলতে পারবে। হাজার হাজার মানুষের সাথে গাড়ির চাপতো আছেই। মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় আমাদের সবার জনপ্রিয় মুখ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মহোদয়কে অনুরোধ করছি লামেরিডিয়ানের সামনে একটা বাসস্ট্যান্ড হয়েছে ঠিক কিন্তু সেখান দিয়ে খিলক্ষেত খাঁপাড়া বা বনরুপা দিয়ে যদি আর একটি রাস্তা প্রধান সড়কের সাথে কানেক্ট করে দেন তাহলে এই এলাকার লক্ষ লক্ষ লোক এই দুর্বিসহ জীবন থেকে রক্ষা পাবে। আর খিলক্ষেত বাসস্ট্যান্ড রেলক্রসিং এ এখন যে ১৫/২০ ফিট রাস্তা আছে সেটাকে কম করে হলেও ৬০ ফিট চওড়া করে দেন। এতে এই এলাকার মানুষের জ্যাম কষ্ট অর্ধেকের বেশি কমে যাবে। অনুরোধ থাকলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই বেপারটি একটু বেশি গুরুত্তের সাথে দেখবেন। উল্ল্যখ্য আমরা আপনাকে জনগণের বন্ধু মনে করি। **জবাবঃ** আপনাকে ধন্যবাদ। খিলক্ষেতে ঢোকার রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত নয়। উক্ত সড়কটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিধায় আবেদনকারী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর যোগাযোগ করতে পারেন। ০৭. (ID-9711) Sir i am an student of daffodill International University.The only way to go to my campus there has an one bus Bkash Paribahan.From bishawroad to dhanmondi the fair is 40 tk.As an student the student pass will be 20 tk. But they are not accept it they took 40 tk from the students.Whenever we ask the checker they always tell us that there is no studnt pass.Please do something about that. Thank You **জবাবঃ** আপনার অভিযোগের জন্য ধন্যবাদ। ছাত্রদের হাফ ভাড়া সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধি নেই। বাসে ছাত্রদের হাফ ভাড়া আদায় বাস মালিকের এখতিয়ার।			

							০৮. (ID-9612) Uttara to Farmget BRTC বাদে অন্য কোনো বাস হাফ ভাড়া রাখে না।আমরা ছাত্ররা নিয়মিত হয়রানির শিকার হই। এটার সমাধান চাই। **জবাবঃ** আপনার অভিযোগের জন্য ধন্যবাদ। ছাত্রদের হাফ ভাড়া সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধি নেই। বাসে ছাত্রদের হাফ ভাড়া আদায় বাস মালিকের এখতিয়ার। **০৯.(ID-9613)** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজশাহী জেলার কাশিয়াডাঙ্গা থেকে আমনুরা পযন্ত রাস্তার বৃদ্ধির কাজ চলিতেছে।মোট ৩৬ কিমি রাস্তাকে ১২ কিমি করে বিভক্ত করা হয়ে। দ্বিতীয় ভাগ রাস্তা নির্মাণ কাজে অনিয়ম। রাস্তা নির্মাণ কাজে পাথরের পরিমাণ এক ভাগ এবং বালির পরিমাণ 4থেকে5 ভাগ ব্যবহার করা হচ্ছে। কাকনহাট থেকে হাফ কিলো মিটার দূরে প্রমাণ পাওয়া যাবে। পাথরগুলোর দৈর্ঘ্য 2 থেকে 3 ইঞ্চি । রাস্তা বৃদ্ধির পরিমাণ ৬ফিট এবং আগে ১২ ফিট মোট 18 ফিট হওয়ার কথা থাকলেও সে ক্ষেত্রে 17 ফিট8 থেকে 7 ইঞ্চ হচ্ছে এবং ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ কাজে মাল মাল ব্যবহার করা হচ্ছে না। তৃতীয় ভাগতৃতীয় ভাগে রাস্তা বৃদ্ধির কাজ চলিতেছে। বৃদ্ধি ৬ফিট হওয়ার কথা থাকলেও সে ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক কম এবং গভীরতা ৩ফিট হওয়ার কথা থাকলেও সে জগতের ১থেকে ১ ১/২ গভীরতা করা হচ্ছে এবং নিম্নমানের ইট বালু ব্যবহার করা হচ্ছে। এর প্রমাণ নারায়নপুর ললিত নগর অংশে প্রমাণ আছে রাস্তা নির্মাণ কাজে অনিয়ম এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে আকুল আবেদন যে সময় থাকতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতেছি এবং একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের জন্য কান্না এ রাস্তা নির্মাণ কাজে অনিয়ম হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে যে একটি দুর্ঘটনা ঘটবে না তার কোনো সদোত্তর কারো কাছে জানা নেই তাই সড়ক নির্মাণ কাজে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকলের কাছে আকুল আবেদন করি **জবাবঃ** ১ম ভাগ এই অংশে আবেদনকারী কোন অভিযোগ করেননি। দ্বিতীয় ভাগ বেইজ টাইপ-১ এর আওতায় পাথর ও বালুর নির্ধারিত অনুপাতে নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করা হয়েছে এবং রাজশাহী ফিল্ডর্ ল্যাবরেটরী এবং ঠিকাদারের ল্যাবে নিয়মিত অনুপাত ও গ্রেডেশন পরীক্ষা করা হয়। এতে করে ৫ ভাগ বালুর সাথে ১ ভাগ পাথর মেশানোর অভিযোগ অমূলক ও অসত্য। এবং পাথরের সাইজ ২/৩ ইঞ্চি যা সত্য নয়। সড়কের প্রশস্থতা ৫.৫ মিটার করে নির্মাণ করা হচ্ছে, যা যেকোন সময়ই মাপা সম্ভব। ফলে সড়কের প্রশস্থতা ১৭ ফুট ৭ ইঞ্চি করা হচ্ছে এই অভিযোগ সঠিক নয়।			

							তৃতীয় ভাগ বিদ্যমান ১২ ফুটের প্রশস্থতার সড়কের উভয় পার্শ্বে ৩ ফুট করেই সড়ক প্রশস্থতা করা হয়েছে এবং আইএসজি ৩০০ মিটঃমিঃ এবং সাব-বেইজ ২৫০ মিঃমিঃ সংস্থাপন রেখে প্রশস্থতা করণ করা হচ্ছে। ফলে ৬ ফুটের কম প্রশস্থতা ও ৩ ফুট গভীরতার যে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তা সঠিক নয়। বর্ণিত অভিযোগে ললিত নগর নারায়নপুর অংশে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এখনো কাজটি শুরু করে নাই ফলে প্রতিয়মান হয় যে উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে অভিযোগসমূহ উত্থাপন করা হয়েছে।			

৬/২/২০

(মোঃ আবদুর রৌফ খান)
যুগ্মসচিব (আইন)
ও
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জিআরএস
ফোন: ৯৫৮৪১২৭